তারিখ ... 3 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

ফরিদগঞ্জে ৫৫ সর. প্রা. বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শূন্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চাঁদপুর

জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানসহ স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ব্যাঘাত ঘটছে।

১৪নং ফরিদগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের দক্ষিণ চররামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে গত ১০ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। ফলে সহকারী শিক্ষকরাই নিয়মিত শ্রেণি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশপাশি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এতে বিঘ্ন ঘটছে শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন এবং সৃষ্টি হচ্ছে প্রশাসনিক জটিলতা। ফরিদগঞ্জ উপজেলার এ রকম ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক নেই। এগুলোর মধ্যে ২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যথাক্রমে, শোশইরচর সপ্রাবি, দিগধাইর সপ্রাবি, ফরিসাইর সপ্রাবি, সবিদপুর সপ্রাবি, গুয়াটোবা সপ্রাবি, শ্রীকালিয়া সপ্রাবি, গল্লাক সপ্রাবি, আস্টা সপ্রাবি ভোটাল সপ্রাবি, পূর্ব বদরপুর সপ্রাবি, পশ্চিম হর্ণি সপ্রাবি, দক্ষিণ চররামপুর সপ্রাবি, পশ্চিম পোয়া সপ্রাবি, রামপুর বাজার সপ্রাবি, মনতলা সপ্রাবি, দক্ষিণ বিশকাটালি সপ্রাবি, পাইকপাড়া বালিকা সপ্রাবি, পূর্ব ভাওয়াল সপ্রাবি, পূর্ব আলোনিয়া সপ্রাবি, একলাশ সপ্রাবি, উত্তর সন্তোষপুর সপ্রাবি ষোলদানা সপ্রাবি, রুস্তমপুর সপ্রাবি, লক্ষীপুর সপ্রাবি, সকদিরামপুর সপ্রাবি। এছাড়া ১৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি ও ২৭টি সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক না থাকার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ফরিদগঞ্জ উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন কবির বলেন, সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করলে এতোগুলো বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শূন্য থাকতো না। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে সরকারকে আরো গতিশীল হওয়ার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ চররামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির সভাপতি ওয়াহিদুর রহমান রানা বলেন, প্রধান শিক্ষক না থাকলে একটি বিদ্যালয়ের কি দুর্গতি হয়, তা সাক্ষী তার প্রতিষ্ঠানটিই। তিনি দ্রুত প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের দাবি জানান।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দীন আহম্মদ জানান, ইতোপূর্বে প্রধান শিককের পদ শূন্যের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সেই আলোকে গত কদিন আগে ফরিদগঞ্জ উপজেলার গ্রধান শিক্ষকের পদশূন্য ৫৫টি বিদ্যালয়ের তালিকাসহ আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করছি খুব দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত হয়।